মশীহের আগমনের ভাববাণী

(Coming of the Messiah)

আদিপুস্তক ৪৯:৯-২৮ পদ

মৃত্যুর পূর্বে যাকোব তার ১২ ছেলেকে কী কী আশীর্বাদ করেছিল, সে বিষয়ে আমরা গত সপ্তাহে অধ্যয়ন শুরু করেছি। তার ১২ ছেলের প্রতি যাকোবের বিভিন্ন আশীর্বাদের কথা আদিপুস্তক ৪৯ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গত সপ্তাহে আমরা যিহূদা ও যোষেফকে বাদ দিয়ে অন্য ১০ জন ছেলের প্রতি যাকোবের আশীর্বাদগুলির পর্যালোচনা করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি যে, তাদের প্রতি যাকোব যে সমস্ত কথা উচ্চারণ করেছিল, তা উপরে উপরে তাদের পাপের প্রতি শাস্তি বা অভিশাপ বলে মনে হলেও, সামগ্রিক অর্থে তাদের প্রত্যেকটিই ছিল তাদের জীবনে আশীর্বাদ। বিশেষ করে লেবির জীবনে তা ঈশ্বরেরই অনুগ্রহে কীভাবে আশীর্বাদে রূপান্তরিত হয়েছিল, তা আমরা দেখেছি। আর তার থেকে আমরা শিখেছিলাম, বাইবেল আমাদের পাপকে যেমন খুব বেশি হালকা ভাবে নেয় না, ঠিক তেমনই তাকে খুব বেশি গুরুত্বও দেয় না। একদিকে, পাপ যেমন আমাদের নিজেদের ও আমাদের চারপাশের মানুষের জীবনকে ধ্বংস করতে পারে; অন্যদিকে, পাপ কিন্তু আমাদের জীবনের শেষ কথা নয়। বিশেষ করে, বিশ্বাসী আমরা যারা খ্রীস্টের দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, আমরা কখনও আমাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হব না। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা আমাদের পাপের উপর জয়লাভ করি, এবং আমাদের সমস্ত দুঃখময় অভিজ্ঞতাকে তিনি আমাদের জীবনে আত্মিক ফল ধারণে ব্যবহার করেন। আজ আমরা যাকোবের অন্য দু'জন ছেলে, অর্থাৎ যোষেফ ও যিহূদার প্রতি আশীর্বাদকে চিন্তা করব।

ক। যোষেফের প্রতি যাকোবের আশীর্বাদ

যোষেফ ও যিহূদার প্রতি আমরা যখন যাকোবের আশীর্বাদকে দেখি, আমরা তখন তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে স্পষ্ট দেখতে পাই। আমাদের সমস্ত কঠিন ও মারাত্মক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা আমাদের চোখে ধরা পড়ে। এর আগে ৪৮ অধ্যায়ে, যোষেফের দুই ছেলে ইফ্রয়িম ও মনঃশিকে যাকোব যে আশীর্বাদ করেছিল, এখানে যোষেফের প্রতি আশীর্বাদে তা নতুন করে পুনরায় যাকোব ব্যক্ত করেছে। যোষেফের প্রতি যাকোবের আশীর্বাদকে ৪৯: ২২-২৬ পদে বর্ণনা করা হয়েছে।

যোষেফের প্রতি যাকোবের বিশেষ প্রেমের কথা আমরা সকলে জানি। আর সেই প্রেমের প্রকাশ আমরা এখানে তার প্রতি যাকোবের আশীর্বাদের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি। যাকোব যোষেফকে প্রচুর আশীর্বাদ করেছে। আবার, যাকোব যোষেফকে এখানে যে সমস্ত আশীর্বাদ করেছে, তাদের মধ্যে যোষেফের জীবন-কাহিনীও প্রতিফলিত হয়েছে। ২২ পদে বলা হয়েছে, *"যোষেফ ফলবান তরু-পল্লব, জলপ্রবাহের পার্শ্বস্থিত ফলবান তরু-পল্লব; তার শাখা সকল প্রাচীর অতিক্রম করে।"* এই কথার অর্থ, যোষেফ প্রচুর ফলে ফলবান, এবং তা বর্ণনা করতে যোষেফকে জলাশয়ের পাশে দ্রাক্ষালতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (গীত ১:৩), যার শাখাসমূহ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রাচীর অতিক্রম করে বাইরে পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু যোষেফের জীবনে এই সাচ্ছন্দ্য বা প্রাচুর্য এসেছে অনেক দুঃখ-কষ্ট ও নিগ্রহের শেষে। এই কথা ২৩ পদে বর্ণনা করা হয়েছে, *"ধনুর্ধরেরা তাকে কঠোর ক্লেশ দিয়েছিল, বাণাঘাতে তাকে উৎপীড়ন করেছিল।"* এখানে ধনুর্ধরদের বাণাঘাতের দ্বারা যোষেফের প্রতি সাধিত বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ ও অবিচারকে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এই আশীর্বাদের মূল বিষয় কী? তা কি যোষেফের অন্তিম প্রাচুর্য বা দুঃখ-কষ্টের পথ? না, তা নয়, পারিবর্তে যোষেফের জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। ২৪ পদে বলা হয়েছে, *"কিন্তু তার ধনুক দৃঢ় থাকল, তার হাতের বাহুদ্বয় বলবান থাকল, যাকোবের এক বীরের দ্বারা, যিনি ইস্রায়েলের পালক ও পাথর, তাঁর দ্বারা।"* এ কথার অর্থ, যাকোবের বীরের কাছ থেকে যোষেফের প্রতি আশীর্বাদ প্রবাহিত হয়েছে, যিনি যাযেফের বাহুদ্বয় বলবান করেছেন। যাকোবের সেই বীরকে ইস্রায়েলের পালক ও পাথর বলা হয়েছে। এর দ্বারা সদাপ্রভু ঈশ্বরকে নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে ঈশ্বরকে 'ইস্রায়েলের পাথর' বলার দ্বারা তাঁর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সন্তানদের প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে নির্দেশ করা হয়েছে, যার প্রতি সাক্ষ্য বহন করতে বিভিন্ন সময় প্রস্তরফলক স্থাপন করা হয়েছে (১শমূয়েল ৭:১২ পদে, শমূয়েল মিস্পায় এবন-এষর স্থাপন করেছিল; আদি ২৮:১৮ পদে, যাকোব বেথেলে প্রস্তরফলক স্থাপন করেছিল)। এই কথার দ্বারা যে বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে, তা হল, যোষেফের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা ঈশ্বরের প্রতি যোষেফের বিশ্বস্ততাকে উচ্চীকৃত করা নয়; পরিবর্তে, ঈশ্বরের শক্তি ও তার প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাই যোষেফকে এই সমস্ত গুণের অধিকারী করেছিল। ঈশ্বরই যোষেফকে তার ভাইদের থেকে পৃথক করেছিলেন, ও সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যোষেফের বিশ্বাস রক্ষা করেছিলেন।

এই কারণে, যোষেফ যদিও মিসরে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল, তথাপি যাকোব তাকে এখানে আশীর্বাদ করেছে। যোষেফের জীবনে এমন আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল, যা মিসর তাকে দিতে পারে না। ঈশ্বর অব্রাহামের প্রতি ও ইস্হাকের প্রতি যে আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যাকোব এখানে সেই আশীর্বাদের কথা যোষেফের প্রতি উচ্চারণ করেছে। ২৫ পদে, ***"স্তন ও গর্ভ থেকে নিসৃত যে আশীর্বাদের"*** কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা অনেক সন্তানের পিতা হবার আশীর্বাদ করা হয়েছে। আবার, ২৬ পদে, যে ***"চিরন্তন গিরিমালার সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত"*** আশীর্বাদের কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা বিস্তৃর্ণ ভূমির অধিকারী হবার কথা বলা হয়েছে। যোষেফের প্রতি যাকোবের এই আশীর্বাদ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইফ্রয়িম ও মনঃশির প্রতি যাকোবের আশীর্বাদের প্রতিধ্বনি মাত্র। যোষেফের প্রতি এই আশীর্বাদ তাদের এই দুই পুত্র ও তাদের বংশধরদের পরবর্তী জীবনে পূর্ণ হয়েছিল।

খ। যিহূদার প্রতি যাকোবের আশীর্বাদ

ভালোবাসার যোষেফের প্রতি এত আশীর্বাদ করলেও, যাকোব কিন্তু সর্বাধিক আশীর্বাদ তার ৪র্থ পুত্র যিহূদাকে করেছে। যিহূদার প্রতি যাকোবের আশীর্বাদকে ৪৯:৮-১২ পদে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা জানি, যোষেফ তার ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখেছিল, তার অন্য ভাইরা তাকে প্রণাম করবে। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাকোব যিহূদার প্রতি সেই আশীর্বাদ করে বলেছে, ***"তোমার পিতৃসন্তানেরা তোমার সামনে প্রণিপাত করবে"*** (৮ পদ)। ৯ পদে, যিহূদাকে রাজা, তথা সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যে সকলের বিরুদ্ধে জয় পাবে। ১০ পদে বলা হয়েছে, ***"যিহূদা থেকে <u>রাজদণ্ড</u> যাবে না, তার পা দুটির মধ্য থেকে <u>বিচারদণ্ড</u> যাবে না, যে পর্যন্ত <u>শীলো</u> না আসেন, জাতি সকল তাঁর অধীনতা স্বীকার করবে।"*** এখানে, যিহূদাকে রাজদণ্ড ও বিচারদণ্ডের অধিকারী বলা হয়েছে। আবার, ৮ পদে বলা হয়েছে, ***"তোমার ভাইরা তোমার স্তব করবে।"*** এই সমস্ত কথার দ্বারা ইস্রায়েলের আগামী ইতিহাসের পূর্বাভাষ দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে যাকোবের ১২ বংশের মধ্যে যিহূদার বংশ শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণ করতে চলেছে, রাজকীয় বংশে রূপান্তরিত হতে চলেছে, দাউদের মতো রাজা তার বংশ থেকে আসতে চলেছে। কেবল তাই নয়, ইস্রায়েল দুই ভাগে বিভক্ত হবার পর, উত্তর ইস্রায়েলের ১০ বংশ যখন অসরীয়দের দ্বারা পরাজিত, নির্বাসিত হয়ে তাদের পরিচয় হারিয়ে ফেলবে, তখন দক্ষিণে কেবল যিহূদা ও বিন্যামিনের বংশ অবশিষ্ট থাকবে। তারাও যদিও ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা পরাজিত ও নির্বাসিত হবে, কিন্তু ৭০ বৎসর পর তারা পুনরায় ইস্রায়েলে ফিরে আসবে। ইস্রায়েল যিহূদার নামে অভিহিত হবে।

এখন, যদিও দাউদ ও শলোমনের সময় যিহূদার কাছে রাজদণ্ড এসেছিল, কিন্তু ১০ পদানুসারে, যিহূদার কাছে এই রাজদণ্ড সেই দিন পর্যন্ত থাকবে, যে দিন পর্যন্ত না শীলো (শান্তির রাজপুত্র) আসেন। অতীত ও বর্তমানের প্রায় সমস্ত ঈশতাত্ত্বিক এই পদের দ্বারা মশীহের আগমনকে নির্দেশ করার কথা বলে থাকেন, যিনি সেই রাজদণ্ডের প্রকৃত মালিক। মশীহের রাজত্বকে এখানে কেবল ইস্রায়েল জাতির উপর নয়, কিন্তু সমস্ত জাতির উপর বর্ণনা করা হয়েছে, ***"জাতি সকল তাঁরই অধীনতা স্বীকার করবে"*** (১০ পদ)। ১১ ও ১২ পদে মশীহের সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যকে বর্ণনা করা হয়েছে। ১২ পদে তার সৌন্দর্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, ***"তাঁর চোখ দ্রাক্ষারসে রক্তবর্ণ, তাঁর দাঁত দুধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ।"*** ১১ পদে বলা হয়েছে, ***"সে দ্রাক্ষালতায় নিজের গর্দভ বাঁধবে।"*** এই কথার দ্বারা সামান্য কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয়কে নির্দেশ করা হয়েছে, এবং তা প্রাচুর্যের পরিচয়

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দেয়। কারণ, যদি গাধাকে দ্রাক্ষালতায় বাঁধা হয়, সে তৎক্ষণাৎ সেই দ্রাক্ষালতার দ্রাক্ষাফল ও শাখাকে কড়মড় করে চিবাতে শুরু করবে। তথাপি তা করতে দেওয়ার অর্থ, যথেষ্ট প্রাচুর্যতা। কেবল তাই নয়, সাধারণ মানুষ যখন জল দিয়ে তাদের কাপড় কেচে থাকে, কিন্তু সেই প্রাচুর্যপূর্ণ ব্যক্তি *"দ্রাক্ষারসে নিজের কাপড় কাচবে"* (১১ পদ)। আবার, এমন অসাধারণ আশীর্বাদ ও প্রাচুর্যের আড়ালে মশীহের শক্তি ও ক্ষমতার মহত্বকেও তুলে ধরা হয়েছে, যখন দ্রাক্ষারসকে *"দ্রাক্ষার রক্ত"* বলা হয়েছে। এখন, রক্ত দিয়ে যদি কাপড় কাচা হয়, সেই কাপড়ে রক্তের দাগ লাগতে বাধ্য। এর দ্বারা, একদিকে যখন মশীহের নিজের লোকদের প্রতি তাঁর আশীর্বাদ, অন্যদিকে তাঁর শত্রুদের প্রতি বিপদের সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

এখন, যাকোবের মুখ থেকে যদিও এই সমস্ত ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারিত হয়েছিল, কিন্তু সে নিজে তার কতখানি উপলব্ধি করতে পেরেছিল, তা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা জানি, ইস্রায়েলের পরবর্তী প্রজন্মসমূহ এই ভাববাণীর অর্থ উপলব্ধি করতে চেষ্টা চালিয়েছে। তাই, সখরিয় ভাববাদী মশীহের আগমনকে বর্ণনা করতে গিয়ে, তাঁর প্রজাদের প্রতি পরিত্রাণ ও আশীর্বাদ আনতে তাঁকে গর্দভশাবকে চড়ে জেরুশালেমে প্রবেশের কথা বলেছে (সখরিয় ৯:৯-১০)। কিন্তু দাউদ থেকে ব্যাবিলনের নির্বাসন পর্যন্ত, কিংবা নির্বাসনের পরেও আমরা যিহূদার মধ্যে এমন কোনও একজন রাজাকে পাই না, যে এই ভূমিকা পালন করেছে। তারা তাদের পাপের কারণে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞাত সেই শান্তি ও প্রাচুর্যের রাজ্য স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। এখন, এমন দুর্বল জাতির প্রতি প্রভুর প্রতিজ্ঞাত সেই আশীর্বাদ আনয়নের একমাত্র উপায় হল, প্রভুকে নিজেকে তাদের মুক্তিদাতা হতে হবে। যিশাইয় ৬৩ অধ্যায়ে আমরা প্রভুকে পূর্ব দিক থেকে, ইদোমের বস্রা থেকে আসতে দেখি, যাঁর বস্ত্র রক্তে রঞ্জিত (১, ২ পদ), যেন তিনি কুণ্ডের দ্রাক্ষা একা দলন করেছেন (৩ পদ)। প্রভু তাঁর এমন আগমনের দ্বারা যে কথা বলেছেন, তা হল, একদিকে যখন তাঁর নিজের প্রজাদের তিনি ত্রাণ করবেন, তখন অন্যদিকে, তাঁর শত্রুদের তিনি বিচার করবেন, এবং তার দ্বারা চিরকালের জন্য ধার্মিকতা ও শান্তি স্থাপন করবেন।

এই সমস্ত উপমা খ্রীস্টের প্রতি প্রযোজ্য, যাঁকে প্রকাশিত বাক্য ৫:৫ পদে *"যিহূদা বংশের প্রকৃত সিংহ"* বলা হয়েছে। তিনি সমস্ত বিচার ও রাজত্বের অধিকারী, যিনি তাঁর প্রজাদের মুক্ত করতে পৃথিবীতে এসেছিলেন। এই কারণে, যীশু তাঁর প্রথম আশ্চর্য কাজে জলকে দ্রাক্ষারসে রূপান্তরিত করতে শুচিকরণের জালা ব্যবহার করেছিলেন (যোহন ২)। তিনি গর্দভশাবকের পিঠে চড়ে জেরুশালেমে প্রবেশ করেছিলেন (মথি ২১:১-৮)। আবার, প্রকাশিত বাক্য ১৯ অধ্যায়ে যীশুকে আমরা সাদা ঘোড়ায় চড়ে, রক্তে ডুবান বস্ত্র পরে, স্বর্গ থেকে আসতে দেখি, তিনি তাঁর শত্রুদের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ ঢেলে দিতে আসছেন। তিনিই *"রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু"* (প্রকা. ১৯:১১-১৬)।

এখন, যীশু স্বয়ং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তিনিই প্রথম ও শেষ, তিনি ছাড়া অন্য কোনও ঈশ্বর নেই (প্রকা ১:১৭-১৮; যিশা ৪৪:৬)। তাই, শক্তিশালী রাজা হবার জন্য কিংবা তাঁর শত্রুদের বিচার করার জন্য তাঁর পৃথিবীতে এসে যিহূদার বংশে জন্ম নেবার কিংবা তাঁর শত্রুদের রক্তে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমাদের মুক্তিদাতা হবার জন্য তাঁকে, তথা ঈশ্বরকে মাংসে মূর্তিমান হতে হয়েছিল ও তাঁর বস্ত্র ক্রুশের রক্তে রাঙা করতে হয়েছিল। তিনি আমাদের প্রাপ্য ব্যাথা ও যাতনা সকল গ্রহণ করেছেন, তাই এখন আমরা মেষশাবকের রক্তে আমাদের পাপে-রাঙা বস্ত্র ধুতে পারি (প্রকা ৭:১৪)। তাঁর রক্তে যখন আমরা ধৌত হই, তখন আমরা এত পরিষ্কার, সাদা, বিশুদ্ধ ও নিঃষ্কলঙ্ক হই যে, যেন আমরা কখনও পাপ করিনি। যাকোব সেদিন যা দেখেছিল, তার পূর্ণতা হলেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্ট স্বয়ং।

গ। আমাদের আচরণ

এই সত্য যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমাদের কেমন জীবন যাপন করা উচিৎ? যখন আমরা আমাদের চারদিকের মানুষদের পাপ করতে দেখি, যখন আমরা নিজেরা ক্রমশ পাপ করি, তখন আমরা কোথায় প্রকৃত আশীর্বাদের খোঁজ পেতে পারি? আদি ৪৯:১৮ পদে যাকোব আমাদের সঠিক আচরণের পথ প্রদর্শন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছে, *"সদাপ্রভু, আমি তোমার পরিত্রাণের অপেক্ষায় আছি।"* এ কথার অর্থ, প্রভু যে পরিত্রাণের কাজ শুরু করেছেন, যাকোব তা তাঁর দ্বারা সমাপ্ত হবার জন্য অপেক্ষা করার কথা বলেছে। যাকোব কিছু মাত্রায় প্রভুর এই পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল: যাকোব যদিও ভেবেছিল যোষেফ মারা গেছে, কিন্তু যোষেফ ও তার সন্তানদের যাকোব দেখতে পেয়েছে। তথাপি, যাকোব জানে, সে যা দেখেছে, তা আগামী দিনে সে যা দেখতে চলেছে, তার কিছুই নয়।

ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আমরা ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করি। তাঁর অনুগ্রহেই আমরা আমাদের পাপকে খুব বেশি হালকা বা খুব বেশি গুরুতর জ্ঞান করি না। তাঁর অনুগ্রহেই যাকোবের সমস্ত সন্তান আশীর্বাদ পেয়েছিল, যদিও তাদের কেউই তার যোগ্য ছিল না। ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে তাঁর জাতিকে উৎপন্ন করতে চলেছেন, যদিও তারা তার যোগ্য ছিল না। তারা আমাদেরই ন্যায় আগামী দিনেও ক্রমশ তার যোগ্য হবে না। তথাপি, ঈশ্বর আমাদের ন্যায় এই অযোগ্যদের নিয়েই তাঁর পবিত্র জাতি, যাজকদের রাজবংশ, ও তাঁর নিজের প্রজাদের গড়তে চান। আমাদের অকৃতকার্যতা বা অপরাধের দ্বারা একদিকে যেমন আমরা এই অধিকার হারাই না, অন্যদিকে, আমাদের পাপ আমাদের জীবনে বাস্তব পরিণাম আনয়ন করে। ঈশ্বরের পবিত্র প্রজা আমরা আমাদের নিজস্ব গুণে যে শেষ পর্যন্ত তাঁর আশীর্বাদ রক্ষা করি, তা নয়, কিন্তু তাঁর বিশ্বস্ততা এবং আমাদের আশীর্বাদ করতে তাঁর অঙ্গীকারই তা আমাদের যুগিয়ে থাকে।

প্রতিজ্ঞাত মশীহ, তথা যীশু খ্রীস্ট পুনরায় আমাদের মধ্যে আসতে চলেছেন। কিন্তু এবার তিনি গাধায় চড়ে নত-নম্র হয়ে আসবেন না, পরিবর্তে তিনি প্রতাপের মেঘে চড়ে তাঁর মণ্ডলীকে গ্রহণ করতে আসবেন। তিনি কেবল যাকোবের শারীরিক বংশধরদের জন্য নয়, কিন্তু আমাদের ন্যায় তার আধ্যাত্মিক সন্তানদেরও আশীর্বাদ করতে আসছেন। আমরা কি ধৈর্য সহকারে খ্রীস্টে আস্থা রেখে তাঁর সেই দিনের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছি? সেদিন প্রত্যেক জাতির ও বংশের ও প্রজাবৃন্দের ও ভাষার বিস্তর লোক তাঁর সিংহাসনের চারিদিকে মিলিত হবে, উচ্চরবে যিহূদা বংশের প্রকৃত সিংহের প্রশংসা করে বলবে, *"মেষশাবক, যিনি হত হয়েছিলেন, তিনিই পরাক্রম ও ধন ও জ্ঞান ও শাক্তি ও সমাদর ও গৌরব ও ধন্যবাদ, এই সকল গ্রহণ করবার যোগ্য"* (প্রকা ৫:৯, ১২)। সেই দিন পর্যন্ত আমরা দৃঢ় নিশ্চয়তায় অপেক্ষা করব।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com